এক নযরে

হজ্জ ও ওমরাহ

মুযাফফর বিন মুহসিন

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার

এক নযরে
হজ্জ ও ওমরাহ

মুযাফফর বিন মুহসিন

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফর্মেশন সেন্টার

এক নযরে হজ্জ ও ওমরাহ

প্রকাশক

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফর্মেশন সেন্টার (আই আর আর সি)
২৬০/৬ মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭
(ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ ভবন, ৬তলা)।
মোবাইল : ০১৯১৫-৪৩০৪৯৮, ০১৯১৪-২৪১৩৩৩

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৬ খৃঃ

কম্পোজ

আই আর আর সি কম্পিউটার্স
মালিবাগ, ঢাকা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Ak Najare Haii o Umrah By Muzaffar Bin Mohsin Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honours), M. A University of Rajshahi. Ph.D. Fellow, University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. *Published by :* ***ISLAMIC RESEARCH AND REFORMATION CENTRE,*** *Ramna, Dhaka, October 2016. Mobile: 01715-249694, 01738-346690.*

সূচীপত্র

--০--

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভূমিকা :

হজ্জ ইসলামের রুকন সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এটি মাত্র কয়েক দিনের কর্মসূচী হলেও এর বিধি-বিধান অনেক। এগুলো সঠিকভাবে পালন করলে আল্লাহ এর একমাত্র প্রতিদান দিবেন জান্নাত। এছাড়াও আরাফার মাঠসহ দু'আ কবুলের স্থানগুলোতে দু'আ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে ধন্য করারও সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে এতে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ টাকার জোরে হজ্জ করতে যায় সমাজে নিজেকে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে যাহের করার জন্য। অথচ রাসূল (রাঃ) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন, اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ 'হে আল্লাহ! এই হজ্জ লোক দেখানোর জন্য নয় এবং নয় জনশ্রুতির জন্যও'।[১] তাই বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালনের জন্য তেমন কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখা যায় না, বরং চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য বারবার হজ্জ করলেও হাজীর জীবনে কোন পরিবর্তন আসে না। সূদ-ঘুষ, দুর্নীতি-আত্মসাৎ, জুয়া-লটারিসহ নানা পাপে লিপ্ত থাকেন। এগুলো হজ্জ কবুল না হওয়ার লক্ষণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا 'অতি সত্বর তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব সাবধান! তোমরা আজকের দিনের পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয়ে যাও'।[২] অযথা অর্থ ব্যয় করে লাভ নেই। বরং মাকবূল হজ্জের দৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা উচিত।

হজ্জ ও ওমরার প্রস্তুতি :

---

১. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯০, পৃঃ ২০৭, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৭।
২. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৫০, ২/৮৩৩, 'কুরবানী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/২৬৫৯।

হজ্জের জন্য আর্থিক প্রস্তুতির সাথে সাথে শারীরিক প্রস্তুতিটাও যরূরী। কারণ শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে হজ্জের বিধানগুলো সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না। এতে সন্দেহ নেই যে, হজ্জ ও ওমরাহ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ইবাদত। এ জন্য কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া যরূরী :

(১) আক্বীদা সংশোধন :

মুসলিম জীবন আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। যার আক্বীদা সঠিক নয়, তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ। কারণ বিশুদ্ধ আক্বীদা মুমিন জীবনের মূল চাবিকাঠি ও মুসলিম উম্মাহ্র সুদৃঢ় ভিত্তি। তাই মুসলিম ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল, নিজের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(মায়েদাহ ৫)*। মুসলিমদের অধিকাংশই ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকে। কেউ কুফরী আক্বীদা লালন করছে, কেউ শিরকী, কেউ বিদ'আতী। এভাবে মনের অজান্তেই তারা তাদের ঈমান ও যাবতীয় আমলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আক্বীদার ব্যাপারে তারা খুবই উদাসীন। তাই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা মসজিদেও যায়, মাযারেও যায়, মক্কাতেও যায়, মন্দিরেও যায়। সমাজে এদের সংখ্যাই বেশী। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা মুশরিক' *(সূরা ইউসুফ ১০৬)*।

ঈমানী চেতনা যদি শিরকমুক্ত হয়, তবে আমলগুলো আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এই আক্বীদার উপরই যাবতীয় আমল নির্ভরশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সমস্ত আমল

নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৩] রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন আমল কবুল করবেন না, যদি তা তাঁর জন্য খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য না করা হয়'।[৪] এজন্য বলা হয়, اَلْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ هِىَ أَصْلُ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ وَأَسَاسُ الْمِلَّةِ 'বিশুদ্ধ আক্বীদা দ্বীন ইসলামের শিকড় এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি'।[৫] তাই আক্বীদা যদি শিরক মিশ্রিত হয়, তাহলে কোন আমলই কবুল হবে না। হাদীছে এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে আর তাতে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শরীককে বর্জন করি।[৬] নিম্নে কতিপয় শিরক পেশ করা হল-

(১) কবরে সিজদা করা (২) মৃত পীর বা অলীর দরগায় গিয়ে তার কাছে সাহায্য চাওয়া (৩) কবরে গরু, ছাগল-মোরগ, টাকা-পয়সা

---

৩. ছহীহ বুখারী হা/১, ১/২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬, ২/১৪০-১৪১ পৃঃ; মিশকাত হা/১।

৪. নাসাঈ হা/৩১৪০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮, সনদ ছহীহ।

৫. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা (রিয়ায : দারুল ক্বাসেম, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩ ভূমিকা দ্রঃ।

৬. ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫, ২/৪১১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০৫), 'যুহদ ও রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬।

মানত করা (৪) খানকায় পোষা কুমির, কচ্ছপ, মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ সম্মান দেয়া (৫) মূর্তি, ভাস্কর্য, শহীদ বেদী, প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়া ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা (৬) পীরকে অসীলা করে দু'আ করা ও মুক্তি চাওয়া (৭) মাযারে বার্ষিক ওরস করা (৮) কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা (৯) কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা (১০) মাযারে দান না করলে মৃত পীরের বদ দু'আ লাগবে বলে বিশ্বাস করা (১১) পীরের দরগায় দান করলে পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল হবে এবং মামলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস করা (১২) মৃত পীর কবরে জীবিত আছেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন মর্মে আক্বীদা পোষণ করা (১৩) কবরে সৌধ নির্মাণ করা, তার সৌন্দর্য বর্ধন করা ও মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা (১৪) কোন দিবস বা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে মঙ্গলময় মনে করা (১৫) গণকের কাছে যাওয়া ও তার শিরকী মন্ত্রে বিশ্বাস করা। এগুলো সবই শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যার পরিণাম হল- জীবনের সমস্ত সৎআমল বিনষ্ট হওয়া, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এছাড়া শরীরে তা'বীয, তামার আংটি, চেইন, মাযার কর্তৃক বিতরণ করা ফিতা বাঁধা। এগুলো শরীরে বাঁধা থাকলে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত কোন ইবাদতই কবুল হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন *'ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা'* শীর্ষক বই।

(২) হালাল সম্পদ সংগ্রহ :

'হালাল রূযী ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত' কথাটি সমাজে বহুল প্রচলিত থাকলেও মানুষের কাছে এর কোন মূল্য নেই। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না'। কারো খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম হলে তার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭] তাই প্রত্যেককে লক্ষ্য করা উচিত তার খাদ্য,

৭. মুসলিম হা/১০১৫, ১/৩২৬ পৃঃ, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/২৭৬০, পৃঃ ২৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১-২।

পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র হালাল, না হারাম। কারণ হারাম মিশ্রিত কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। দুর্নীতি, আত্মসাৎ, প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারি ও অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত অর্থ ভক্ষণ করে ইবাদত করলে উক্ত ইবাদত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে না। তাই হজ্জে যাওয়ার পূর্বে সম্পদ হালাল কি-না তা যাচাই করা আবশ্যক।

(৩) হজ্জ কাফেলা, হজ্জ প্রশিক্ষণ ও মু'আল্লিম সম্পর্কে দু'টি কথা :

হজ্জ সফরের জন্য তাক্বওয়াশীল আলেমের সাথী হওয়া খুবই যরূরী। কারণ মু'আল্লিম ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক জ্ঞান রাখলে হজ্জের বিধানগুলো সঠিকভাবে পালন করা যায়। তাই বিশুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য নির্ভরযোগ্য কাফেলা নির্বাচন করা একান্ত কর্তব্য। অনুরূপ হজ্জে যাওয়ার পূর্বে অন্তত এক মাস আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও আবশ্যক। তাছাড়া হাদীছে ভাল মানুষের সাহচর্য লাভ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

'সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে- আতর বিক্রেতা এবং কামারের মত। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে আতর প্রদান করবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনে নিবে, আর না হয় তুমি অন্তত তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, আর না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে'।[৮]

---

৮. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৩৪, ২/৮৩০ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।

হজ্জ কাফেলা যদি নির্ভরযোগ্য না হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মু'আল্লিম যদি বিশ্বস্ত ও তাক্বওয়াশীল না হন, তাহলে হজ্জ হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও থাকে না। অন্যদিকে ভোগান্তির শেষ থাকে না। উল্লেখ্য যে, অনেক কাফেলা বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করাতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও হজ্জযাত্রী কমে যাওয়ার আশংকায় হজ্জের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হাজীদের সামনে তুলে ধরে না। তাই যে যে আক্বীদার সে অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদন করেন। এতে ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেলা ধরা পড়ে যাবে।

(৪) হজ্জ ও ওমরার আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা :

হজ্জ ও ওমরাহ পালন করতে হবে একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী। অন্য কোন ইমাম, মাযহাব ও ত্বরীক্বার পদ্ধতিতে হজ্জ পালন করলে কবুল হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর মূলনীতি হল, خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা তোমাদের হজ্জের পদ্ধতি আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর'।[৯] তাই রাসূল (ছাঃ) কোন্ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করেছেন, তা সঠিকভাবে জানা আবশ্যক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ মানুষ হজ্জ করছে বিদ'আতী তরীক্বায়। তারা অর্থ ব্যয় করছে, শারীরিক পরিশ্রম করছে কিন্তু কোন ফায়েদা হচ্ছে না।

*****

৯. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯৭৯৬, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১১০৫; ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৭, ১/৪১৯ পৃঃ (ইফাবা হা/৩০০৩); মিশকাত হা/২৬১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫০১, ৫/২২৮ পৃঃ।

হজ্জ ও ওমরার অর্থ :

মহান আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করাকে ‘হজ্জ’ বলে। আর বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করা, ছাফা-মারওয়া সাঈ করা এবং মাথার চুল চেঁছে ফেলা কিংবা খাটো করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করাকে ‘ওমরাহ’ বলে’।[১০]

হজ্জ ও ওমরার গুরুত্ব ও ফযীলত :

হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যার দ্বারা মাত্র কয়েকটি দিন পরিশ্রম করে জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত করে নিষ্পাপ শিশুর মত করে দেয়, তেমনি জান্নাতও নিশ্চত করে। নিম্নের হাদীছগুলো তারই প্রমাণ বহন করে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ্জ করল এবং স্ত্রী সহবাস, যাবতীয় অশ্লীল কর্ম ও গালমন্দ থেকে বিরত থাকল, সে ঐদিনের মত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল’।[১১] রাসূল (ছাঃ) আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

‘হে আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ নষ্ট করে দেয়? হিজরত তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ধ্বংস

১০. আশ-শারহুল মুমতে‘ আলা যাদিল মুস্তানকি‘ ৭/৫ পৃঃ।

১১. ছহীহ বুখারী হা/১৫২১, ১/২০৬ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৫০ (ইফাবা হা/৩১৫৭); মিশকাত হা/২৫০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯৩, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬।

করে দেয়? এবং হজ্জ তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মোচন করে দেয়?’।[১২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরার মধ্যবর্তী সময়ের ছগীরা গোনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ। আর মাবরূর (কবুল) হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়’।[১৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা হজ্জ ও ওমরার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখ। কারণ এ দু’টি দরিদ্রতা এবং গোনাহ উভয়ই দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। আর মাবরূর (কবুল) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত বৈ কিছুই নয়’।[১৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

১২. ছহীহ মুসলিম হা/১২১, ১/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮।
১৩. ছহীহ বুখারী হা/১৭৭৩; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯৪, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬।
১৪. তিরমিযী হা/৮১০, ১/১৬৭ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২৫১২; নাসাঈ হা/২৬৩১, সনদ ছহীহ।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা'। তাঁকে বলা হয়েছিল, এরপর কী? তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা'। তাঁকে আবার বলা হয়েছিল, এরপর কী? তিনি বলেছিলেন, 'মাবরূর হজ্জ'।[১৫] অন্য হাদীছে ওমরার গুরুত্ব আরও ফুটে উঠেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّةً.

'নিশ্চয় রামাযান মাসে একটি ওমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য'।[১৬] অন্য হাদীছে বলেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيْ 'রামাযান মাসে একটি ওমরাহ করা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমান'।[১৭]

হারামাইনের ফযীলত :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার মসজিদে ছালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার ছালাতের চেয়েও উত্তম। আর মসজিদে হারামে ছালাত

---

১৫. ছহীহ বুখারী হা/২৬ এবং হা/১৫১৯, ১/২০৬ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৩; মিশকাত হা/২৫০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯২, ৫/১৭৬ পৃঃ।

১৬. ছহীহ বুখারী হা/১৭৮২, ১/২৩৯ পৃঃ, 'ওমরাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; ছহীহ মুসলিম হা/১২৫৬, ১/৪০৯ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯৫, ৫/১৭৬ পৃঃ।

১৭. ছহীহ বুখারী হা/১৮৬৩, ১/২৫১ পৃঃ, 'শিকার' অধ্যায়, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ-২৬; ছহীহ মুসলিম হা/১২৫৬, ১/৪০৯ পৃঃ।

আদায় করার ছওয়াব অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশী'।[১৮] উল্লেখ্য যে, মসজিদে আক্বছায় এক ছালাত আদায় করা ৫০ হাযার ছালাতের সমান এবং মসজিদে নববীতে এক ছালাত ৫০ হাযার ছালাতের সমান মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।[১৯]

ত্বাওয়াফের ফযীলত :

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সম্মানিত ঘর কা'বাকে প্রদক্ষিণ করাকে 'ত্বাওয়াফ' বলে। উক্ত ঘর ত্বাওয়াফ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ** 'তোমরা প্রাচীনগৃহ (কা'বাকে) ত্বাওয়াফ কর' *(হজ্জ ২৯)*। ত্বাওয়াফের ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করল এবং দুই রাক'আত ছালাত আদায় করল, সে একজন গোলাম আযাদ করল।[২০] রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করল, সে যেন তার প্রত্যেকটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করল'।[২১] অন্য হাদীছে তিনি বলেন,

---

১৮. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, পৃঃ ১০২, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০, ১/১৫৯ পৃঃ (ইফাবা হা/১১১৭, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯২, পৃঃ ৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪০, ২/২১৪ পৃঃ।

১৯. ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩, পৃঃ ১০২; মিশকাত হা/৭৫২, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ।

২০. ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬, সনদ ছহীহ।

২১. ছহীহ বুখারী হা/৬৭১৫; মিশকাত হা/৩৩৮২।

لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

'ত্বাওয়াফকারী যতবার পা উঠাবে এবং পা ফেলবে, ততবার আল্লাহ তার একটি করে গোনাহ ক্ষমা করবেন, একটি করে নেকী নির্ধারণ করবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন'।[২২] অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ, 'যে ব্যক্তি সাতবার এই ঘরের ত্বাওয়াফ করবে, তার একটি দাসমুক্তির নেকী হবে'।[২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ, 'যে ব্যক্তি সাতটি ত্বাওয়াফ করল, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল'।[২৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

যুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, হে বনী আবদে মানাফ! যে ব্যক্তি এই ঘর ত্বাওয়াফ করতে এবং রাতে-দিনে যে কোন সময় ছালাত আদায় করতে চায়, তাকে তোমরা বাধা দিও না।[২৫]

রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের ফযীলত :

ত্বাওয়াফকারী ত্বাওয়াফের সময় 'হাজারে আসওয়াদ' এবং 'রুকনে ইয়ামানী' স্পর্শ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ

২২. আলবানী, তাহক্বীক্ব ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৬৮৯; তারগীব হা/১১৪৩; তিরমিযী হা/৯৫৯, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী।
২৩. তিরমিযী হা/৯৫৯, সনদ হাসান; শারহুস সুন্নাহ হা/১৯১৬।
২৪. নাসাঈ হা/২৯১৯, সনদ ছহীহ।
২৫. তিরমিযী হা/৮৬৮, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/১৮৯৪।

الْخَطِيْئَةَ। ‘এই কোণাদ্বয় স্পর্শ করলে পাপ ঝরিয়ে দেয়’।[২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا ‘এই কোণাদ্বয় স্পর্শ করলে যাবতীয় পাপের কাফফারা হয়ে যায়’।[২৭] অন্য হাদীছে হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তাকে উঠাবেন, তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দ্বারা সে দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[২৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হাজারে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়, তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কাল করে দিয়েছে’।[২৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের উদ্দেশ্যে পাথরকে চুম্বন করতে হবে। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে উক্ত পাথর উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যেমনটি ওমর (রাঃ) বলেছিলেন,

২৬. নাসাঈ হা/২৯১৯, সনদ ছহীহ।
২৭. তিরমিযী হা/৯৫৯, সনদ ছহীহ।
২৮. তিরমিযী হা/৯৬১, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৭৮।
২৯. তিরমিযী হা/৭৮৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৭৭।

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

'নিশ্চয় আমি অবগত আছি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি ক্ষতিও করতে পার না, আবার উপকারও করতে পার না, যদি আমি রাসূল (ছাঃ)-কে না দেখতাম যে, তিনি তোমাকে চুম্বন করছেন, তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না'।[৩০]

যমযমের ফযীলত :

যমযমের পানির ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ মুসলিমে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ 'এটি বরকতময়। এটি খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ'।[৩১] আবুদাঊদ ত্বয়ালাসী (রহঃ) উক্ত হাদীছের সাথে নিম্নোক্ত বাক্যটি উল্লেখ করেন, وَشِفَاءُ سُقْمٍ 'আর এটি রোগ-ব্যাধি নিরাময়কারী'।[৩২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠের সেরা পানি হল যমযমের পানি। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য এবং রোগ হতে আরোগ্য'।[৩৩] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ 'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, সে উদ্দেশ্যই পূরণ হবে'।[৩৪]

---

৩০. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭; ছহীহ মুসলিম হা/১২৭০।
৩১. ছহীহ মুসলিম হা/২৪৭৩।
৩২. আবুদাঊদ ত্বয়ালাসী হা/৪৫৯।
৩৩. ত্বাবারাণী, কাবীর হা/১১১৬৭, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫৬ ও ৩৫৮৫।
৩৪. ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২, পৃঃ ২২০; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৩।

হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তি যমযমের পানি নিজের জন্য এবং অন্যকে উপহার দেওয়ার জন্য বেশী করে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। এই পানি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। আয়েশা (রাঃ) যমযমের পানি সঙ্গে নিয়ে আসতেন এবং বলতেন, রাসূল (ছাঃ)ও এই পানি সঙ্গে আনতেন।[৩৫] যমযমের পানি রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করতেন।[৩৬] উল্লেখ্য, ক্বিবলামুখী হয়ে পান করার কোন ছহীহ দলীল নেই। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।[৩৭] অনুরূপ উক্ত পানি পানের যে দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীছও যঈফ।[৩৮]

আরাফার গুরুত্ব ও ফযীলত :

রাসূল (ছাঃ) আরাফার মাঠের অত্যধিক গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। নিম্নের হাদীছগুলো লক্ষণীয়-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন ব্যতীত আর কোন দিনে এত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন না। তিনি তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের

---

৩৫. তিরমিযী হা/৯৬৩, সনদ হাসান।

৩৬. ছহীহ বুখারী হা/১৬৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/২০২৭; মিশকাত হা/ নাসাঈ হা/২৯৬৪; মিশকাত হা/৪২৬৮।

৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৩০৬১; হাকেম হা/১৭৩৮; ইরওয়া হা/১১২৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৩৮. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৭৩৯; দারাকুৎনী হা/২৭৭১; যঈফ তারগীব হা/৭৫০; ইরওয়া হা/১১২৬ দ্রঃ।

নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেন এবং বলেন, তারা কী চাচ্ছে?[৩৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شُعْثاً غُبْراً.

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন বিকালে আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ববোধ করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর, তারা আমার কাছে এসেছে মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে ধুলায় মলিন হয়ে।[৪০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিম্ন আকাশে নেমে আসেন ও ফেরেশতাদের বলেন, اِشْهَدُوْا أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ ‘তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিলাম, যদিও তা আকাশের বৃষ্টির ফোটা সমতুল্য হয় এবং তরঙ্গের বালিকোণার মতও হয়’।[৪১] তাছাড়া আরাফার মাঠ হল দু‘আ কবুলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ‘উত্তম দু‘আ হল আরাফার দিনের দু‘আ’।[৪২] অন্যত্র এসেছে,

---

৩৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪৮, ১/৪৩৬ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৮, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

৪০. আহমাদ হা/৮০৩৩; সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১১৩২।

৪১. ছহীহ ইবনে হিব্বান, তাহক্বীক্ব আলাবানী হা/১৮৮৪, সনদ হাসান; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৫৫।

৪২. তিরমিযী হা/৩৫৮৫, ২/১৯৯ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৮২, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তার গাযী, হাজী এবং ওমরাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেন আর তারা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন। তারা আল্লাহ্‌র কাছে যা চান, তিনি তাদেরকে তাই দান করেন।[৪৩]

মসজিদে কুবার ফযীলত :

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে ওযূ করবে অতঃপর মসজিদে কুবাতে এসে কোন ছালাত আদায় করবে, তার জন্য ঐ ছালাত একটি ওমরার সমপরিমাণ হবে'।[৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মসজিদে কুবার যেকোন ছালাত একটি ওমরার সমান।[৪৫]

৪৩. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩, পৃঃ ২০৮; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।

৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪১২, পৃঃ ১০১।

৪৫. ইবনু মাজাহ হা/১৪১১, সনদ ছহীহ।

হজ্জ ও ওমরার হুকুম :

৯ম বা ১০ হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।[৪৬] শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ এ তিনটি হজ্জের মাস *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অর্থাৎ শাওয়াল মাস থেকেই হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ যার মধ্যে রয়েছে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব। শর্তগুলো হল, মুসলিম হওয়া *(তওবাহ ২৮)*, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া,[৪৭] প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া,[৪৮] সামর্থ্যবান হওয়া *(আলে ইমরান ৯৭)*, মহিলাদের জন্য সাথে মাহরাম থাকা।[৪৯] এ ব্যাপারে সকলে একমত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা অবশ্যই কর্তব্য' *(আলে ইমরান ৯৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। তাই তোমরা হজ্জ কর'। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ করা ফরয? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তিনি বললেন, لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ 'আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রত্যেক বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালন করতে

---

৪৬. ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাতি ফিল ফিক্বহ ২/২১৮ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/১০ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৫৯৫ পৃঃ ।

৪৭. আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; মিশকাত হা/৩২৮৭।

৪৮. বায়হাক্বী, আস-সুনানুছ ছগীর হা/১১৭২; ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৭৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭২৯, সনদ ছহীহ।

৪৯. ছহীহ বুখারী হা/১০৩৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮; ছহীহ বুখারী হা/৩০০৬।

সক্ষম হতে না'।[৫০] এ জন্য যার উপর হজ্জ ফরয, তার দায়িত্ব হল তাড়াতাড়ি সম্পাদন করা।[৫১]

হজ্জের ন্যায় সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ওমরাও ওয়াজিব। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'নারীদের উপর কি জিহাদের বিধান রয়েছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তাদের উপর জিহাদের বিধান রয়েছে; তবে তাতে লড়াই নেই। আর তা হচ্ছে, হজ্জ এবং ওমরাহ'।[৫২] অনুরূপ হাদীছে জিবরীলের মধ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوْءَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ.

'ইসলাম হল, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ ও ওমরাহ করা, বীর্যপাত অথবা সহবাস জনিত কারণে অপবিত্র হলে গোসল করা, পূর্ণরূপে ওযূ করা এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা'।[৫৩] তাছাড়া আবূ রাযীন উক্বায়লী (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন,

---

৫০. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭, ১/৪৩২ পৃঃ (ইফাবা হা/৩১২৩); মিশকাত হা/২৫০৫।

৫১. আবুদাঊদ হা/১৭৩২; মিশকাত হা/২৫২৩, সনদ হাসান।

৫২. আহমাদ হা/২৫৩৬১; ইবনে মাজাহ হা/২৯০১, পৃঃ ২০৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৩৪।

৫৩. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৩০৬৫, সনদ ছহীহ।

إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ, ওমরাহ এবং সফর কোনটিই করতে সক্ষম নন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ এবং ওমরাহ কর'।[৫৪]

হজ্জের প্রকার :

হজ্জ তিন প্রকার। (ক) হজ্জে তামাত্তু' (খ) হজ্জে ক্বিরান ও (গ) হজ্জে ইফরাদ।

(ক) হজ্জে তামাত্তু' : হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথমে মীক্বাত থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধে কার্যক্রম শুরু করা।[৫৫] অতঃপর হাজীগণ ত্বাওয়াফ এবং সাঈ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেটে পূর্ণ হালাল হয়ে যাবেন। তারপর যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং পর্যায়ক্রমে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন। তামাত্তু' হজ্জ পালনকারী কুরবানী করবেন। আমরা এই বইয়ে হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে তামাত্তু' হজ্জই উত্তম।[৫৬]

(খ) হজ্জে ক্বিরান : মীক্বাত থেকে একই সঙ্গে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ আরম্ভ করা। অতঃপর হাজীগণ মক্কায় পৌঁছে ত্বাওয়াফে কুদূম বা আগমনী ত্বাওয়াফ করবেন এবং ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করবেন।[৫৭] অতঃপর কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায়

---

৫৪. তিরমিযী হা/৯৩০, ১/১৮৬ পৃঃ, হাসান-ছহীহ; মিশকাত হা/২৫২৮।
৫৫. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫৬।
৫৬. ছহীহ বুখারী হা/৭২৩০, ১৬৫১ এবং ১৫৭২; ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬; মিশকাত হা/২৫৫৯।
৫৭. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫৬; নাসাঈ হা/২৭৬৪।

থাকবেন। কুরবানীর দিন জামরাতুল আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাবেন।[৫৮]

(গ) হজ্জে ইফরাদ : মীক্বাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ শুরু করা। ক্বিরান হজ্জ পালনকারীর মত তিনি সব কাজ সম্পন্ন করবেন।[৫৯] তবে ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর উপর কুরবানী নেই।

মীক্বাত সমূহ :

হজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান পাঁচটি। যথা : (১) যুল হুলায়ফা (২) জুহফা (৩) ইয়ালামলাম (৪) ক্বারণে মানাযিল।[৬০] (৫) যাতু ইরাক।[৬১] উল্লেখ্য, বাংলাদেশী হাজীগণ বিমান পথে যাওয়ার কারণে বর্তমানে তাদের মীক্বাত হবে 'ক্বারণে মানাযিল'। তবে পূর্বে পানি পথে যাওয়ার কারণে মীক্বাত ছিল ইয়ালামলাম।[৬২]

জ্ঞাতব্য : যারা হারামের বাইরে এবং মীক্বাতের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী অধিবাসী, তারা নিজ অবস্থান হতেই হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধবেন। আর যারা হারাম এলাকার মাঝে অবস্থান করেন, তারা নিজ অবস্থান থেকেই শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধতে পারবেন।[৬৩] তবে ওমরার জন্য তাদের হারামের বাইর গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে।[৬৪]

হজ্জ ও ওমরার রুকন :

---

৫৮. ছহীহ বুখারী হা/১৫৬২ ও ১৫৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/১২১১।
৫৯. বুখারী হা/১৫৬৮।
৬০. বুখারী হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৫১৬।
৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১১৮৩; মিশকাত হা/২৫১৭; ছহীহ বুখারী হা/১৫৩১।
৬২. শায়খ মতীউর রহমান মাদানী, হজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত, পৃঃ ২৪-২৫।
৬৩. বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬।
৬৪. বুখারী হা/১৫১৮।

হজ্জের রুকন চারটি। (ক) ইহরাম বাঁধা।[৬৫] (খ) আরাফায় অবস্থান করা।[৬৬] (গ) ত্বাওয়াফে ইফাযা করা।[৬৭] (ঘ) ছাফা-মারওয়া সাঈ করা।[৬৮]

আর ওমরার রুকন তিনটি। (ক) ইহরাম বাঁধা।[৬৯] (খ) ত্বাওয়াফ করা।[৭০] (গ) সাঈ করা।[৭১] উক্ত রুকনগুলোর কোন একটি ছাড়া পড়লে হজ্জ ও ওমরাহ শুদ্ধ হবে না।

হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিব সমূহ :

হজ্জের ওয়াজিব সাতটি। (ক) মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা।[৭২] (খ) যিলহজ্জের নয় তারিখে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।[৭৩] (গ) ঈদের রাত্রিতে ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা।[৭৪] (ঘ) কুরবানীর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে বা পরে জামরায়ে আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং **১১**, **১২**, এবং **১৩** তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।[৭৫] (ঙ) মাথার চুল কর্তন অথবা

৬৫. ছহীহ বুখারী হা/১ ও ১৫৪১।
৬৬. বাক্বারাহ ১৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫।
৬৭. হজ্জ ২৯; বুখারী হা/১৭৩৩।
৬৮. বাক্বারাহ ১৫৮; দারাকুৎনী হা/২৬১৩; আহমাদ হা/২৭৪০৭, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/১০৭২।
৬৯. ছহীহ বুখারী হা/১ ও ১৫৪১।
৭০. ছহীহ বুখারী হা/১৭৯৩; ছহীহ মুসলিম হা/১২৩৪।
৭১. বাক্বারাহ ১৫৮; দারাকুৎনী হা/২৬১৩; আহমাদ হা/২৭৪০৭, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/১০৭২।
৭২. ছহীহ বুখারী হা/১৮৪৫; মিশকাত হা/২৫১৬।
৭৩. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮, ১২৯৭; মিশকাত হা/২৫৫৫, ২৬১৮।
৭৪. সূরা বাক্বারাহ ১৯৮; বুখারী হা/১৬৭৬; মুসলিম হা/১২৯৫।
৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৯; বুখারী হা/১৭৪৬; নাসাঈ হা/৩০৬৯।

খাটো করা।[৭৬] (চ) মিনাতে দুই রাত অবস্থান করা।[৭৭] (ছ) বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা।[৭৮]

আর ওমরাহ্র ওয়াজিব দু'টি। যথা : (ক) মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা।[৭৯] (খ) মাথার চুল কর্তন করা বা খাটো করা।[৮০]

ওমরার সঠিক পদ্ধতি :

হাজীগণ সাধারণত হজ্জে তামাত্তু' করেন। তাই ওমরার আলোচনা আগে নিয়ে আসা হল। হজ্জের সফরে বের হলেও তামাত্তু' হজ্জ করার কারণে আগে ওমরার ইহরাম বাঁধতে হয়। তাই ওমরার উদ্দেশ্যে সফরের দু'আ পড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। বিমান বন্দরে বা হজ্জ ক্যাম্পে কিংবা সুবিধামত জায়গায় ইহরামের কাপড় পরে নিবে। আর নিকটস্থ বাড়ী বা হোটেল থেকে বের হলে ইহরামের কাপড় পরে বেরিয়ে যাবে।

ইহরাম :

মীক্বাত পর্যন্ত পৌঁছলে বা বিমানের মধ্যে মীক্বাতে পৌঁছার ঘোষণা দিলে لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বায়কা উমরাতান) 'হে আল্লাহ! আমি ওমরার জন্য হাযির'[৮১] বলে ওমরার ইহরাম বাঁধবে বা নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা শুরু করবে।[৮২] তালবিয়া হল-

---

৭৬. সূরা আল-ফাত্হ ২৭; বাক্বারাহ ১৯৬; ছহীহ বুখারী হা/১৭২৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৩০৩।

৭৭. সূরা বাক্বারাহ ২০৩; ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৫, ১/২৩৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৩৪, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭); মিশকাত হা/২৬৬২; আবুদাঊদ হা/১৯৪৯; তিরমিযী হা/৮৮৯; মিশকাত হা/২৭১৪।

৭৮. বুখারী হা/১৭৫৫; মুসলিম হা/১৩২৮; মিশকাত হা/২৬৬৮; মুসলিম হা/১৩২৭; বুখারী হা/১৭৩৩।

৭৯. বুখারী হা/১৮৪৫; মিশকাত হা/২৫১৬।

৮০. সূরা আল-ফাত্হ ২৭; বাক্বারাহ ১৯৬; বুখারী হা/১৭২৮; মুসলিম হা/১৩০৩।

৮১. ছহীহ মুসলিম হা/১২৩২ ও ১২৫১।

৮২. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫১।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলক, লা শারীকা লাক। **অর্থ :** 'আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নে'মত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই'।[৮৩] তালবিয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দু'আ, যিকির, তাসবীহ, তাহলীলও করা যাবে।[৮৪] উল্লেখ্য যে, 'নাওয়াইতুল উমরাতা' বা নাওয়াইতু হাজ্জা' বলে প্রচলিত নিয়ত পড়া বিদ'আত। কারণ এগুলো রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।[৮৫]

জ্ঞাতব্য : বাড়ী থেকে বা বিমানবন্দর থেকে তালবিয়া পাঠ করা যাবে না। এটা বিদ'আতী কাজ। মীক্বাতে পৌঁছার পর তালবিয়া পাঠ করতে হবে। অনুরূপ ইহরাম বাঁধার সময় কোন ছালাত নেই। দুই রাক'আত ছালাত পড়ার যে নিয়ম চালু আছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। তবে কোন ছালাতের সময় হলে ছালাতের পর ইহরাম বাঁধবে।[৮৬]

উল্লেখ্য, পুরুষরা উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।[৮৭] তবে মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবে।[৮৮] ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তি ত্বাওয়াফ শুরু করার সময় তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে।[৮৯]

---

৮৩. ছহীহ বুখারী হা/১৫৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১১।
৮৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫১।
৮৫. আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ, পৃঃ ১২; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৪৬৪।
৮৬. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫১; মুসলিম হা/১১৮৪; মিশকাত হা/২৫৫১।
৮৭. নাসাঈ হা/২৭৫৩, সনদ ছহীহ।
৮৮. তিরমিযী হা/৯২৭-এর আলোচনা দ্রঃ।
৮৯. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯২৯১, ৫/১০৪।

ইহরামের পর নিষিদ্ধ কাজ :

ইহরামের পরে নিষিদ্ধ কাজগুলো হল- স্ত্রী সহবাস করা[৯০], মাথা এবং শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলা[৯১], সুগন্ধি ব্যবহার করা[৯২], স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা ও যবেহ করা[৯৩], ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষের মাথা ঢাকা[৯৪], বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া[৯৫], যৌন কামনার সাথে স্ত্রীকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা কিংবা জড়িয়ে ধরা।[৯৬] উল্লেখ্য যে, শুধু স্ত্রী সহবাসের কারণে হজ্জ বিনষ্ট হয়ে যায়।[৯৭] কিন্তু অন্য কারণগুলোতে হজ্জ নষ্ট হয় না; বরং ফিদইয়া ওয়াজিব হয়।[৯৮]

উল্লেখ্য যে, অনেক মুরব্বী বিমানবন্দরে সেন্ডেল খুলার জন্য পিড়াপিড়ি করেন আর বলেন, সেলাই করা সেন্ডেল পরা যাবে না। উক্ত দাবী ঠিক নয়। কারণ হাদীছে পরিধেয় বস্ত্র সেলাই বিহীন হতে হবে।[৯৯]

হারামে প্রবেশ :

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে প্রবেশ করবে।[১০০]

মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় বলবে- بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

---

৯০. সূরা বাক্বারাহ ১৯৭; বায়হাক্বী-সুনানুল কুবরা হা/৯৫৬৩; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, ৪/২৩৪ পৃঃ।

৯১. সূরা বাক্বারাহ ১৯৬; তাফসীরে সা'আদী, পৃঃ ৯০।

৯২. বুখারী হ/১২৬৬ ও ১৮৫০; মুসলিম হা/১২০৬।

৯৩. সূরা মায়েদা ৯৫-৯৬; বুখারী হা/১৮২৫ ও ২৫৭৩; মুসলিম হা/১১৯৩; মিশকাত হা/২৬৯৬; বুখারী হা/১৮২৪; মুসলিম হা/১১৯৬; মিশকাত হা/২৬৯৭।

৯৪. বুখারী হ/১২৬৬ ও ১৮৫০; মুসলিম হা/১২০৬ ও ১২৯৮; মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৩০০; মিশকাত হা/২৬৮৭।

৯৫. মুসলিম হা/১৪০৯; নাসাঈ হা/৩২৭৫-৭৬; মিশকাত হা/৫৬৮১।

৯৬. সূরা বাক্বারাহ ১৯৭।

৯৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/২৩৭৫; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০০৬৫; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১০৪৩।

৯৮. সূরা বাক্বারাহ ১৯৬; বুখারী হা/৬৭০৮।

৯৯. ছহীহ বুখারী হা/১৫৪২; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৪৭৮।

عَلٰى مُحَمَّدٍ 'বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ'। অর্থ : আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দুরূদ বর্ষণ করুন'।[১০১] অথবা বলবে- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়া-বা রহমাতিকা। অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারসমূহ খুলে দিন'।[১০২] অথবা প্রবেশের সময় বলবে-

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : আ'ঊযুবিল্লা-হিল আযীম, ওয়া বিওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদীম মিনাশ-শায়ত্ব-নির রজীম। অর্থ : আমি মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মানিত চেহারা ও সত্তা এবং অনাদি শক্তির অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১০৩] মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লিম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমি

---

১০০. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭৯১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৪৯৪; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৭৮।
১০১. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/৮৮; সনদ হাসান, আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৬০৪।
১০২. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২ ও ৭৭৩, সনদ ছহীহ।
১০৩. আবুদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯।

আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[১০৪] কা'বা ঘর দেখে হাত তুলে দু'আ করবে।[১০৫]

ত্বাওয়াফ ও সাঈ :

ত্বাওয়াফ অর্থ কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা। এর পদ্ধতি হল, ত্বাওয়াফের শুরুতে গায়ের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে উঠিয়ে দিয়ে ডান কাঁধ খালি রাখবে। সাত চক্করেই এই অবস্থায় থাকবে। একেই 'ইযত্বিবা' বলে।[১০৬] শুধু প্রথমবার ত্বাওয়াফ করার সময় ইযত্বিবা করতে হবে। এছাড়া ইহরাম বাঁধার পর থেকে সব অবস্থায় চাদর উভয় কাঁধের উপরে থাকবে।[১০৭] উল্লেখ্য যে, ছালাতের সময় উভয় কাঁধ ঢেকে রাখা আবশ্যক।[১০৮]

ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করবে বা একটু জোরে হাঁটবে এবং পরের চার চক্করে স্বাভাবিক হাঁটবে।[১০৯] তবে মহিলারা সব সময় স্বাভাবিক গতিতে চলবে।[১১০] কা'বা ঘরকে বাম পাশে রেখে হাজারে আসওয়াদ বরাবর কোণ থেকে (সবুজ বাতি বরাবর) 'আল্লাহু আকবার'[১১১] অথবা 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে ত্বাওয়াফ শুরু

---

১০৪. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ৭৭২ ও ৭৭৩, সনদ ছহীহ।

১০৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৬৫ ও ১৫৯৯২; মওকূফ হিসাবে ছহীহ, আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ১৮; মির'আত ৯/১০৩ পৃঃ, হা/২৫৯৮।

১০৬. আবুদাঊদ হা/১৮৮৪, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৮৫৯, সনদ ছহীহ।

১০৭. ফাতাওয়া ইবনে বায ১৭/১০৯-১১০ পৃঃ।

১০৮. বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬।

১০৯. ছহীহ বুখারী হা/১৬০৩-৪; মিশকাত হা/২৫৬৪ ও ২৫৬৫।

১১০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৯৫৫৩-৯৫৫৪; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ২৫।

১১১. ছহীহ বুখারী হা/১৬১৩।

করবে। প্রত্যেক চক্করেই এভাবে বলবে।[১১২] ভীড় না থাকলে হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করবে।[১১৩] সম্ভব না হলে হাত কিংবা হাতের লাঠি দ্বারা স্পর্শ করবে এবং হাতে বা লাঠিতে চুম্বন করবে।[১১৪] তাও সম্ভব না হলে কেবল হাত দ্বারা ইশারা করবে, কিন্তু হাতে চুম্বন করবে না।[১১৫]

হাজারে আসওয়াদ যে কোণে রয়েছে, তার আগের কোণ হল 'রুকনে ইয়ামানী'। এটা স্পর্শ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। এই কোণ কেবল হাত দিয়ে স্পর্শ করবে।[১১৬] হাতে চুম্বন করবে না। স্পর্শ করতে না পারলে ইশারাও করা যাবে না। এখানে নির্দিষ্ট কোন দু'আও পড়া যাবে না। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন'।[১১৭]

ত্বাওয়াফের সময় নিজের জন্য, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'আ করবে। আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে। মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করবে। ত্বাওয়াফ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও করা যাবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে।[১১৮] তবে ভিত্তিহীন বা যঈফ ও জাল দু'আ পড়া

---

১১২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৯৫১৭; সুনানুছ ছাগীর হা/১২৭৭; সনদ ছহীহ, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ১৯।
১১৩. ছহীহ বুখারী হা/১৬১১; মিশকাত হা/২৫৬৭।
১১৪. ছহীহ মুসলিম হা/১২৭৫; মিশকাত হা/২৫৭১।
১১৫. ছহীহ বুখারী হা/১৬১২; মিশকাত হা/২৫৭০।
১১৬. ছহীহ বুখারী হা/১৬০৯।
১১৭. আবুদাঊদ হা/১৮৯২; মিশকাত হা/২৫৮১, সনদ হাসান।
১১৮. তিরমিযী হা/৯৬০, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৭৬।

যাবে না। অনেকে বই দেখে দু'আ পাঠ করে আর বাকীরা তার সাথে সাথে পড়ে। এটা উচিত নয়।

ত্বাওয়াফ শেষ করে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১১৯] প্রথম রাক'আতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পড়বে।[১২০] সম্ভব না হলে হারামের যেকোন স্থানে ছালাত পড়ে নিবে।[১২১] অতঃপর যমযমের পানি পান করবে এবং মাথায় কিছু দিবে।[১২২]

সাঈ :

অতঃপর ছাফা পাহাড়ের দিকে যাবে এবং ছাফা হতে মারওয়া সাতবার সাঈ করবে। ছাফা থেকে শুরু হবে এবং মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে। ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত এক চক্কর। তবে সবুজ বাতির যে রেখা দেয়া আছে সে জায়গা একটু জোরে চলবে। কিন্তু মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে চলবে।[১২৩] সাঈ সম্পাদনকারী ছাফা এবং মারওয়ার উপরে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আল্লাহ্‌র একত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করে বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব মা'বূদ নেই, যার কোন শরীক নেই। তাঁরই সকল রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব মা'বূদ

---

১১৯. ছহীহ বুখারী হা/১৬২৭; ছহীহ মুসলিম হা/১২৩৪।
১২০. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮।
১২১. বুখারী হা/১৬২৬।
১২২. আহমাদ হা/১৫২৮০; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১০১৭।
১২৩. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৯৫৫৩-৯৫৫৪; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ২৫।

নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন'। এভাবে যত ইচ্ছা দু'আ করবে। এটা তিনবার করবে।[১২৪]

সাঈ শেষ করে মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছোট করবে। মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম।[১২৫] তবে যদি ওমরার পর পরই হজ্জের সময় চলে আসে এবং নতুন চুল গজানোর সময় না থাকে, তাহলে ওমরার পর চুল ছোট করা ভাল।[১২৬] কিন্তু মহিলারা চুলের আগা থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ কেটে ফেলবে।[১২৭] অতঃপর হালাল হয়ে যাবে।[১২৮]

হজ্জের সঠিক পদ্ধতি :

ইহরাম :

বাংলাদেশের হাজীগণ সাধারণত ওমরার ইহরাম বেঁধেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আর ওমরার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হজ্জের জন্য মক্কায় হাজীগণ যেখানে অবস্থান করবেন, সেখান থেকেই ৮ই যিলহজ্জ ওযূ, গোসল ও সুগন্ধি মেখে لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বায়কা হাজ্জান) 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য হাযির'[১২৯] অথবা لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ (লাব্বায়কা আল্ল-হুম্মা লাব্বায়কা বিল

১২৪. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; আবুদাঊদ হা/১৮৭২; মিশকাত হা/২৫৭৫, সনদ ছহীহ।
১২৫. ছহীহ বুখারী হা/১৭২৭ ও ৪৪১০; মিশকাত হা/২৬৪৮ ও ২৬৩৬।
১২৬. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮ ও ১২১৬; মিশকাত হা/২৫৫৫।
১২৭. আবুদাঊদ হা/১৯৮৪, ১/২৭২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৬৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৩৬, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১।
১২৮. সূরা আল-ফাত্হ ২৭; বাক্বারাহ ১৯৬; বুখারী হা/১৭২৮; মুসলিম হা/১৩০৩।
১২৯. ছহীহ মুসলিম হা/১২৩২ ও ১২৫১।

হাজ্জি)[১৩০] বলে ইহরাম বেঁধে বা নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন। তালবিয়া হল-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলক, লা শারীকা লাক। **অর্থ :** 'আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নে'মত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই'।[১৩১] তালবিয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দু'আ, যিকির, তাসবীহ, তাহলীলও করা যাবে।[১৩২] উল্লেখ্য যে, 'নাওয়াইতুল উমরাতা' বা নাওয়াইতু হাজ্জা' বলে প্রচলিত নিয়ত পড়া বিদ'আত। কারণ এগুলো রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।[১৩৩]

জ্ঞাতব্য : ইহরাম বাঁধার সময় কোন ছালাত নেই। দুই রাক'আত ছালাত পড়ার যে নিয়ম চালু আছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। তবে কোন ছালাতের সময় হলে ছালাতের পর ইহরাম বাঁধবে।[১৩৪] হোটেলে অবস্থানকারী হাজীদের অনেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য মসজিদে হারামে যান এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধেন। এটা সুন্নাত বিরোধী। অনুরূপ অনেকে আগেই হজ্জের সাঈসহ ত্বওয়াফে ইফাযা এবং বিদায়ী ত্বওয়াফও করেন। এগুলো সবই সুন্নাত

---

১৩০. ছহীহ বুখারী হা/১৫৭০।
১৩১. ছহীহ বুখারী হা/১৫৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮৪; মিশকাত হা/২৫৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪২৬, ৫/১৮৭ পৃঃ ও হা/২৫৫৫।
১৩২. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫১।
১৩৩. আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ১২; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৪৬৪।
১৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫৫১; মুসলিম হা/১১৮৪; মিশকাত হা/২৫৫১।

বিরোধী। কারণ এমনটি করার কোন দলীল নেই। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম এমনটি করেননি। বরং মিনা, আরাফা, মুযদালিফার কাজ সেরে প্রথম দিন কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানী করে ত্বাওয়াফে ইফাযা করবে এবং সাঈ করবে। এটাই সুন্নাত।[১৩৫]

উল্লেখ্য, পুরুষরা উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।[১৩৬] তবে মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবে।[১৩৭] হজ্জ পালনকারী ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে।[১৩৮]

মিনার কর্মসূচী :

মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, ইশা ও ফজর ছালাত স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় করবে এবং যোহর, আছর ও ইশার ছালাত দুই দুই রাক'আত করে পড়ে ক্বছর করবে।[১৩৯] জমা করবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) মিনায় ছালাত জমা করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।[১৪০] ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলো আদায় করবে না।[১৪১] তবে বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের সুন্নাত আদায় করবে।[১৪২] সম্ভব হলে মিনায় অবস্থান করার সময় মসজিদে খায়ফে এসে জামা'আতের সাথে

---

১৩৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

১৩৬. নাসাঈ হা/২৭৫৩, সনদ ছহীহ।

১৩৭. তিরমিযী হা/ ৯২৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

১৩৮. ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৫।

১৩৯. ছহীহ বুখারী হা/১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১/১৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০২১, ১০২২, ১০২৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮০); ছহীহ মুসলিম হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১৩৪৭।

১৪০. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; ফাতাওয়া উছায়মীন ২৪/২৯৩ ও ৪১৭ পৃ.।

১৪১. মুসলিম হা/৬৮৯, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৪৯), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৮, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬০, ৩/১৬৯ পৃঃ।

১৪২. মুসলিম হা/১৫৯৩, ১/২৩৮ ও ২৩৯ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; বুখারী হা/১১৫৯, ১/১৫৫ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ ছালাত' অধ্যায়; বুখারী হা/১০০০, ১/১৩৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৪০, পৃঃ ১১৮।

ছালাত আদায় করবে।[১৪৩] উল্লেখ্য যে, এই সুন্নাতকে বাংলাদেশী হাজীদের অধিকাংশই অমান্য করেন এবং সুন্নাতসহ পুরো ছালাত আদায় করেন। এটা গর্হিত অন্যায়।

আরাফার কর্মসূচী :

৯ তারিখে সূর্য উঠার পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে বের হবে।[১৪৪] আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তালবিয়া পড়বে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে যাবে।[১৪৫] সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থানের মূল সময়।[১৪৬] এখানে যোহরের সময়ে এক আযানে দুই ইক্বামতে যোহর ও আছর ছালাত জমা করবে ও ক্বছর করবে।[১৪৭] অর্থাৎ আযানের পর ইক্বামত দিয়ে যোহর দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ইক্বামত দিয়ে আছর দুই রাক'আত পড়বে। আরাফায় অবস্থান কালীন আর কোন ছালাত নেই। শুধু যিকির-আযকার, তাসবীহ, তাহলীল করবে এবং হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে কাকুতি-মিনতি করে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করবে।[১৪৮] জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাইবে। বেশী বেশী নিম্নের দু'আ পাঠ করবে-

---

১৪৩. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২২৮৩; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০২৩; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ৪০।

১৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮, ১/৩৯৪ পৃঃ।

১৪৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৪; ছহীহ বুখারী হা/৯৭০।

১৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮, ১/৩৯৪ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫৫৫।

১৪৭. বুখারী হা/১৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫, (ইফাবা হা/১৫৫৬) 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফার মাঠে দুই ছালাত জমা করে পড়া' অনুচ্ছেদ-৮৯; মিশকাত হা/২৬১৭, পৃঃ ২৩০, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫০০, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭; ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৪২০; মানাসিকুল হাজ্জ, পৃঃ ২৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৫০৮; সানাঈ হা/৩০১০; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৪০০৫; বায়হাক্বী, ছুগরা হা/৩০৫।

১৪৮. ছহীহ নাসাঈ হা/৩০১১, ২/৩৬ পৃঃ সনদ ছহীহ; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২৮২৪; আহমাদ হা/২১৮৭০।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। **অর্থ :** 'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। যাবতীয় সাম্রাজ্য তাঁরই এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।[১৪৯] এই বাক্য বলার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা এখানেই আদম সন্তানের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।[১৫০]

মুযদালিফা :

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আরাফার মাঠ ত্যাগ করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। আরাফা ত্যাগ করতে অনেক রাত হয়ে গেলেও মাগরিব ও ইশা আরাফার ময়দানে আদায় করবে না। রাত যতই হোক মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও ইশার ছালাত জমা ও ক্বছর করবে।[১৫১] অর্থাৎ তিন রাক'আত মাগরিব এবং দুই রাক'আত ইশা পড়বে। আর কোন ছালাত আদায় করবে না।[১৫২] অতঃপর ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে উঠে ফজরের ছালাত আদায় করবে। অতঃপর সকাল পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করবে বা তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকবে।[১৫৩] অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা ত্যাগ করবে।[১৫৪] মহান আল্লাহ বলেন,

---

১৪৯. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৩।

১৫০. আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬২৩।

১৫১. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮, ১/৩৯৪ পৃঃ (ইফাবা হা/২৮১৮); মিশকাত হা/২৫৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৪০, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

১৫২. বুখারী হা/১৬৭৩, ১/২২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৬৫); মিশকাত হা/২৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৯০, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৩।

১৫৩. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

১৫৪. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

'অতঃপর যখন আরাফা থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ'আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। আর তাঁর যিকির কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে তিনি পথপ্রদর্শন করেছেন। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*।

উল্লেখ্য যে, এখানে 'মাশ'আরে হারাম' বলতে মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটি হারাম এলাকার মধ্যে অবস্থিত। আর আরাফা হচ্ছে 'মাশ'আরে হালাল'। কারণ এটি হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত।[১৫৫]

কঙ্কর নিক্ষেপ :

মুযদালিফা থেকে ফিরে ১০ তারিখে কুরবানীর দিন সূর্য উঠার পর শুধু বড় জামারাতে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।[১৫৬] তবে অসুস্থ পুরুষ বা মহিলা, নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সূর্য উদয়ের পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপ করে মক্কায় রাত্রি যাপন করতে পারে।[১৫৭] কঙ্কর মারার সময় বাম দিকে কা'বা এবং ডান দিকে মিনা রাখবে।[১৫৮] প্রত্যেক বারই 'আল্লাহু আকবার' বলবে।[১৫৯] এই কঙ্কর মুযদালিফা থেকে ফিরার পথে যেকোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা যায়।[১৬০] অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে যেতে না পারলে অন্যের মাধ্যমেও পাথর মারার কাজ শেষ

১৫৫. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ৩১।
১৫৬. তিরমিযী হা/৮৯৩ ও ৯০০; আবুদাঊদ হা/১৯৮১ ও ১৯৪০; মিশকাত হা/২৬১৩; বুখারী হা/১৬৮৬।
১৫৭. ছহীহ বুখারী হা/১৬৩৪; ছহীহ মুসলিম হা/৩১৭৭।
১৫৮. ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৯; মিশকাত হা/২৬২১।
১৫৯. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫৩, ১৭৪১, ১৭৫২, ১/২৩৬ পৃঃ।
১৬০. মুসলিম হা/১২৮২; মিশকাত হা/২৬১০।

করা যাবে। উল্লেখ্য যে, অনেকে জুতা, সেন্ডেল বা অন্য কিছুও নিক্ষেপ করে থাকে। এটা ঠিক নয়।

১০ তারিখে জামারাতুল আক্বাবায় বা শেষ জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে।[১৬১] কঙ্কর নিক্ষেপের পর হাজীগণ প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবেন। শুধু স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবেন।[১৬২]

কুরবানী করা ও মাথা মুণ্ডন করা :

প্রথম দিন কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করবে। কুরবানী করার আগেও মাথা মুণ্ডন করা যায়।[১৬৩] পুরুষেরা মাথা মুণ্ডন করবে। এটাই উত্তম।[১৬৪] তবে মাথার চুল ছোটও করতে পারে।[১৬৫] মহিলারা চুলের আগা থেকে একটু ছেটে ফেলবে।[১৬৬]

ত্বাওয়াফে ইফাযা ও সাঈ :

কুরবানী করার পর ত্বাওয়াফে ইফাযা ও সাঈ করবে। ত্বাওয়াফ ও সাঈর পদ্ধতি ওমরার আলোচনায় দ্রঃ। রাসূল (ছাঃ) ১০ তারিখে কুরবানী করার পর ত্বাওয়াফে ইফাযা ও সাঈ করে মক্কায় যোহরের ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর মিনায় গিয়ে রাত্রি যাপন করেছেন।[১৬৭] ত্বাওয়াফে ইফাযাকে ত্বাওয়াফে যিয়ারাও বলা হয়।[১৬৮] এই ত্বাওয়াফ করার পর হাজীগণ পূর্ণ হালাল হয়ে যাবেন।

আবার মিনায় গমন :

---

১৬১. ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৫।
১৬২. নাসাঈ হা/৩০৮৪; মিশকাত হা/২৬৭৫, সনদ ছহীহ।
১৬৩. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৩০৬; মিশকাত হা/২৬৫৫।
১৬৪. ছহীহ বুখারী হা/১৭২৭ ও ৪৪১০; মিশকাত হা/২৬৪৮ ও ২৬৩৬।
১৬৫. ছহীহ বুখারী হা/১৭২৭, ১৭২৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৩০৩, ১৩০৪; মিশকাত হা/২৬৪৮, ২৬৪৯।
১৬৬. আবুদাঊদ হা/১৯৮৪, ১/২৭২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৬৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৩৬, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১।
১৬৭. আবুদাঊদ হা/১৯৭৩; মিশকাত হা/২৬৭৬, সনদ ছহীহ।
১৬৮. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩২ ও ১৭৩৩-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ, ১/২৩৩ পৃঃ।

১১, ১২ ও ১৩ তারিখ মিনায় রাত্রি যাপন করবে।[১৬৯] মিনায় দুই রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব।[১৭০] যদি কেউ রাত্রিতে অবস্থান না করে, তবে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে।[১৭১] এই তিনদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে নিক্ষেপ করা যাবে না।[১৭২] প্রথম জামারায় কঙ্কর মারার পর পার্শ্বে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ হাত তুলে দু'আ করবে। অনুরূপ দ্বিতীয় জামারায় কঙ্কর মারার পর পার্শ্বে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ হাত তুলে দু'আ করবে। শেষ বা বড় জামারায় কঙ্কর মারার পর বের হয়ে চলে আসবে, বিলম্ব করবে না। প্রত্যেক জামারায় ৭টি করে কঙ্কর মারবে এবং প্রত্যেক বারই 'আল্লাহু আকবার' বলবে।[১৭৩]

উল্লেখ্য যে, দুই রাত্রি যাপনের পরও কেউ ইচ্ছা করলে মিনা ত্যাগ করতে পারে।[১৭৪] আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقَى

'তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌র যিকির কর। অতঃপর যে ব্যক্তি প্রথম দুই দিনে তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে থেকে যাবে, তাঁর উপর কোন পাপ নেই। অবশ্য যারা ভয় করে' *(বাক্বারাহ ২০৩)*।

---

১৬৯. নাসাঈ হা/৩০৪৪; মিশকাত হা/২৭১৪, সনদ ছহীহ।
১৭০. সূরা বাক্বারাহ ২০৩; ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৫, ১/২৩৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৩৪, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭); মিশকাত হা/২৬৬২; আবুদাউদ হা/১৯৪৯; তিরমিযী হা/৮৮৯; মিশকাত হা/২৭১৪।
১৭১. ছহীহ বুখারী হা/১৮১৭ ও ১৮১৬, ১৮১৫; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৪৬৩।
১৭২. ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৯; ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ; মিশকাত হা/২৬২০।
১৭৩. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫৩, ১৭৪১, ১৭৫২, ১/২৩৬ পৃঃ।
১৭৪. নাসাঈ হা/৩০৪৪; মিশকাত হা/২৭১৪, সনদ ছহীহ।

তবে রাসূল (ছাঃ) তাশরীক্বের তিন রাতই মিনায় যাপন করেছেন এবং ১৩ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর মিনা ত্যাগ করেছেন।[১৭৫] উল্লেখ্য, অসুস্থ পুরুষ বা মহিলা, নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাশরীক্বের রাত্রিগুলো মক্কায় থাকতে পারে।[১৭৬] তারা দুই দিনের কঙ্কর একদিনেও মারতে পারে।[১৭৭]

বিদায়ী ত্বাওয়াফ : হজ্জ ও ওমরার কাজ শেষ করে যখন বিদায় নিবে, তখন সর্বশেষ ত্বাওয়াফ করবে। এটা হজ্জের ওয়াজিব।[১৭৮] তবে ত্বাওয়াফে ইফাযা করার পর কোন মহিলা যদি ঋতুবতী বা প্রসূতি হয়ে যায় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করার সুযোগ না থাকে, তাহলে তার জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ নেই।[১৭৯]

*****

---

১৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৯; ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ; মিশকাত হা/২৬২০।

১৭৬. ছহীহ বুখারী হা/১৬৩৪; ছহীহ মুসলিম হা/৩১৭৭।

১৭৭. তিরমিযী হা/৯৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৩৭; মিশকাত হা/২৬৭৭, সনদ ছহীহ।

১৭৮. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫৫; মুসলিম হা/১৩২৮; মিশকাত হা/২৬৬৮; মুসলিম হা/১৩২৭; ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৩।

১৭৯. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৩, ১/২৩৩-২৩৪ পৃঃ।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল :

(১) সফরে বের হওয়ার দু'আ :

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু 'আলাল্ল-হি, লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।* **অর্থ :** 'আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আমার কোন উপায় নেই এবং ক্ষমতাও নেই আল্লাহ ব্যতীত' এবং সংরক্ষণ করা হল।[১৮০] অতঃপর গাড়ীতে উঠে বলবে-

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهُ- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার, সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুংক্বলিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্‌রা ওয়াততাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা। আল্ল-হুম্মা হাব্বিন 'আলায়না সাফারনা হা-যা ওয়া আত্বর্বি'লানা বু'দাহু। আল্ল-হুম্মা আংতাছ ছ-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল*

১৮০. আবুদাউদ হা/৫০৯৫, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩৬৬৬; মিশকাত হা/২৪৪৩, পৃঃ ২১৫, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ অনুচ্ছেদ।

খলীফাতু ফিল আহলি ওয়াল মা-ল। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কা-বাতিল মাংযারি ওয়া সূইল মুংক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্ল।

অর্থ : 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় (তিনবার)। ঐ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি এটিকে (বাহন) আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যাকে আমরা অনুগত করতে সক্ষম নই। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার নিকট নেকী ও তাক্বওয়া প্রার্থনা করছি। আর আপনার পসন্দমত আমল চাচ্ছি। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দিন এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের এই সফরের সাথী আর পরিবারের রক্ষক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি সফরের কষ্ট হতে এবং সফরের কষ্টদায়ক দৃশ্য হতে। সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্টদায়ক দর্শন হতেও আশ্রয় চাচ্ছি'।

রাসূল (ছাঃ) যখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন নিম্নের অংশটুকু বেশী করে বলতেন-

أَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ : *আয়িবূনা তায়িবূনা 'আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূন।* **অর্থ :** 'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, ইবাদত রত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে'।[১৮১]

(২) বদলী হজ্জ : অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে। তবে ঐ ব্যক্তিকে আগে নিজের হজ্জ করতে হবে।[১৮২] মৃত ব্যক্তি বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকেও হজ্জ করা যায়।[১৮৩]

---

১৮১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪২, ১/৪৩৪ পৃঃ; মিশকাত হা/২৪২০, পৃঃ ২১৩।
১৮২. আবুদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯।
১৮৩. ছহীহ নাসাঈ হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/২৫২৮; তিরমিযী হা/৯৩০, ১/১৮৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

(৩) মহিলাদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :

(ক) সাথে মাহরাম থাকা : মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল, তাদের সাথে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) থাকা। অন্যথা হজ্জের শর্ত পূরণ হবে না।[১৮৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تُسَافِرِ الْـمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا.

'মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া কোন মহিলা সফরে বের হবে না। কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকটে তার মাহরামের অনুপস্থিতিতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি অমুক সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে যেতে চাই, কিন্তু আমার স্ত্রী চায় হজ্জে যেতে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও'।[১৮৫] **(খ)** ওমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী বা প্রসূতি হলে ইহরাম ভঙ্গ করবে।[১৮৬] অতঃপর দেরী হলেও পবিত্র হওয়ার পর তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করবে। তবে হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ঋতুবতী হলে ইহরাম ভঙ্গ করবে না; বরং কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করা ব্যতীত হজ্জের অন্যান্য কাজ অন্যদের মতই করবে।[১৮৭] **(গ)** ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ করার

---

১৮৪. ছহীহ বুখারী হা/১৮৬২; ছহীহ মুসলিম হা/৩২৭২।

১৮৫. ছহীহ বুখারী হা/১৮৬২, ১/২৫০ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৪১ (ইফাবা হা/৩১৩৮)।

১৮৬. বুখারী হা/১৭৮৬ ও ৩১৯; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬।

১৮৭. ছহীহ বুখারী হা/১৬৫০; ছহীহ মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২; মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

প্রয়োজন নেই।[১৮৮] তবে তাকে ত্বাওয়াফে ইফাযা অবশ্যই করতে হবে। কারণ এটা হজ্জের রুকন।

(৪) দম বা ফিদইয়া :

হজ্জ বা ওমরার কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে দম (রক্ত প্রবাহিত করা) বা ফিদইয়া দিতে হয়। আর তা হল, একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার ফক্বীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।[১৮৯] অথবা ছয়জন মিসকীনকে খেতে দেয়া। সম্ভব না হলে তিন দিন ছিয়াম পালন করা।[১৯০] আর কেউ কুরবানী না দিতে পারলে ১০টি ছিয়াম পালন করবে। হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি। অর্থাৎ ১০ তারিখের পূর্বে অথবা ১০ তারিখের পরে তাশরীকের তিনদিন ছিয়াম রাখবে।[১৯১] আর বাড়ীতে ফিরে আসার পর সাতটি ছিয়াম রাখবে।[১৯২]

(৫) নফল ছালাত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য :

মসজিদে হারামে তথা বায়তুল্লাহতে সারা দিন সারা রাত নফল ছালাত আদায় করতে পারবে। এই সুযোগ শুধু মসজিদে হারামের জন্যই।[১৯৩] এই নফল ছালাত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আদায় করতে পারে। এতে আল্লাহ যেমন উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতে পারেন, তেমনি প্রত্যেক ছালাতের কারণে ১ লক্ষ গুণ বেশী নেকী দিবেন।[১৯৪] অনুরূপ যত ইচ্ছা তত ত্বাওয়াফ করতে পারবে।[১৯৫]

---

১৮৮. ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৩, ১/২৩৩-২৩৪ পৃঃ।
১৮৯. বুখারী হা/১৮১৭ ও ১৮১৬; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-৪৬৩।
১৯০. বুখারী হা/১৮১৫।
১৯১. ছহীহ বুখারী হা/১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯; ফাৎহুল বারী হা/১৬৯১-এর আলোচনা দ্রঃ।
১৯২. বাক্বারাহ ১৯৬; ছহীহ বুখারী হা/১৬৯১; ছহীহ মুসলিম হা/১২২৭; মিশকাত হা/২৫৫৭।
১৯৩. তিরমিযী হা/৮৬৮, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/১৮৯৪।
১৯৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪১১, পৃঃ ১০১।
১৯৫. তিরমিযী হা/৮৬৮, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/১৮৯৪।

উল্লেখ্য যে, সফরে থাকার কারণে ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলো পড়বে না।[১৯৬] তবে ফজর ছালাতের সুন্নাত ও বিতর ছাড়বে না[১৯৭] এবং চাইলে তাহাজ্জুদও পড়তে পারবে।[১৯৮]

(৬) ছালাত ক্বছর ও জমা করা :

বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম করতেন-

عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ...

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হয়েছিলাম। পুনরায় মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করেছিলেন।[১৯৯] অন্য হাদীছে এসেছে, কারণ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ছালাত ক্বছর ও জমা করেছেন।[২০০]

---

১৯৬. মুসলিম হা/৬৮৯, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৪৯), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৮, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬০, ৩/১৬৯ পৃঃ।

১৯৭. মুসলিম হা/৬৮০, ১/২৩৮ ও ২৩৯ পৃঃ (ইফাবা হা/১৪৩২), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; বুখারী হা/১১৫৯, ১/১৫৫ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ ছালাত' অধ্যায়; বুখারী হা/১০০০ ও ৯৯৯, ১/১৩৬ পৃঃ (ইফাবা হা/৯৪৬, ২/২২৯ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৪০, পৃঃ ১১৮।

১৯৮. দারেমী হা/১৬৪৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১১০৬; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৫৭৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩; মিশকাত হা/১২৮৬।

১৯৯. ছহীহ বুখারী হা/১০৮১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ (ইফাবা হা/১০২০, ২/২৭৯ পৃঃ)।

২০০. বুখারী হা/১০৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, (ইফাবা হা/১০২৩, ২/২৮০ পৃঃ)- قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضى

মক্কাবাসীও যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে বেরিয়ে যায়, তবে তারাও অন্যান্য হাজীদের মত মিনা, আরাফা, মুযদালিফা ও মসজিদে খায়ফে ছালাত আদায় করবে। অর্থাৎ জমা ও ক্বছর করবে। কারণ ওমর (রাঃ) মক্কায় ছালাত আদায় করার সময় মক্কাবাসীকে ছালাত পূরণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু মিনা, আরাফা, মুযদালিফা ও মসজিদে খায়ফে ছালাতের পর এমনটি বলেননি।[২০১]

মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ৪ রাক'আত পড়বে। মুসাফির একাকী ছালাত আদায় করলে দু'রাক'আত পড়বে। মুসাফির ইমামতি করলেও দু'রাক'আত পড়বে।[২০২] আবু মেযলাজ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম মুছল্লীর সাথে দু'রাক'আত ছালাত পেলে ঐ দু'রাক'আতই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে, না তাকে ৪ রাক'আতই পড়তে হবে? তিনি হেসে উঠে বললেন, মুসাফির তাদের সমান ছালাত আদায় করবে।[২০৩]

(৭) মাক্বামে ইবরাহীম :

মাক্বামে ইবরাহীম অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ স্থান। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নিদর্শনসমূহের মধ্যে মাক্বামে ইবরাহীমের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ

الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

২০১. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৫০৫, সনদ ছহীহ। উল্লেখ্য যে, এ মর্মে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছটি যঈফ, হা/১২২৯।

২০২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৫০৫, সনদ ছহীহ; আহমাদ হা/১৮৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৭৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১, সনদ ছহীহ।

২০৩. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৭১২, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/২২ পৃঃ।

مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ‘তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাক্বামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে তার মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে’ *(আলে ইমরান ৯৭)*।

এটি হল ঐ পাথর, যার উপর ইবরাহীম (আঃ) দাঁড়িয়েছিলেন। যখন কা‘বা ঘর নির্মাণের কাজ উপরে উঠছিল এবং নীচ থেকে পাথর নেওয়া তাঁর জন্য কষ্টকর হচ্ছিল, তখন তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে কা‘বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আর তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এগিয়ে দিচ্ছিলেন। বায়তুল্লাহর উত্তর-পূর্ব দিকে কা‘বার দরজার একটু দূরে একটি কোব্বা বানানো আছে। তার ভিতরে পাথরটি রয়েছে, যাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর দু’পায়ের দাগ রয়েছে। একেই বলা হয় মাক্বামে ইবরাহীম।[২০৪] হাজারে আসওয়াদ থেকে মাক্বামে ইবরাহীমের দূরত্ব ১৪.৫ মিটার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ‘এবং তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর’ *(বাক্বারাহ ১২৫)*। ত্বাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করার পর মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন।[২০৫]

(৮) মুলতাযাম :

মুলতাযাম হল, হাজারে আসওয়াদ এবং কা‘বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থান। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ

---

২০৪. বুখারী হা/৩৩৬৫; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৪২৯ পৃঃ; শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলামী সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, পৃঃ ১৫৭০।
২০৫. মুসলিম হা/১২১৮।

اَلْمُلْتَزَمُ। 'মুলতাযাম হল রুকন (হাজারে আসওয়াদ) এবং দরজার মধ্যবর্তী স্থান'।[২০৬] এটি দু'আ কবুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুলতাযাম শব্দের অর্থ এঁটে থাকার জায়গা অর্থাৎ বক্ষ, মুখমণ্ডল, হাত দিয়ে আবেষ্টন করার স্থান। ছাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন ও দু'হাতের তালু, চেহারা ও বক্ষ রেখে দু'আ করতেন।[২০৭] বিদায়ী ত্বাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যে কোন সময় মুলতাযামে গিয়ে দু'আ করা যায়। বিদায়ী ত্বাওয়াফের পূর্বেও এরূপ করতে পারবে। ছাহাবীগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন'।[২০৮] তবে মুলতাযামে যাওয়া ত্বাওয়াফের অংশ নয়।[২০৯]

(৯) বিভিন্ন স্থানে পঠিতব্য দু'আ সমূহ :

ত্বাওয়াফ ও সাঈ করা অবস্থায় এবং হারামে নফল ছালাত আদায় করে এবং আরাফা, মুযদালিফাসহ বিভিন্ন স্থানে হাত তুলে কিংবা ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদের শেষ বৈঠকে নিম্নের দু'আ পড়া যায়।

১. اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

---

২০৬. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৬০৪।

২০৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯০৪৭, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৩৮।

২০৮. ইবনে তায়মিয়া, মাজমূঊ ফাতাওয়া ২৬/১৪২ পৃঃ।

২০৯. মাজমূঊ ফাতাওয়া ২৬/১৪৩ পৃঃ ।

(১) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজজা-ল, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-ত। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়াল মাগ্রম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, পরিত্রাণ চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, কানা দাজ্জালের ফেৎনা হতে। আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে এবং পাপ ও ঋণের বোঝা হতে'।[২১০]

২.اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(২) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা, ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম মিন্ 'ইন্দিকা ওয়ার্হামনী ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহীম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার উপর চরম অন্যায় করেছি এবং আপনি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয় । আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু'।[২১১]

৩. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(৩) অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং

---

২১০. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৩৯, পৃঃ ৮৭।
২১১. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪২, পৃঃ ৮৭।

আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন'।[২১২] রাসূল (ছাঃ) উক্ত আয়াত সালাম ফিরানোর পূর্বেই পড়তেন।[২১৩]

৪. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(৪) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী মা ক্বদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আস্‌রর্‌তু, ওয়ামা আ'লাংতু ওয়ামা আংতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আংতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আংতাল মুওয়াখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আংতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি যে সমস্ত পাপ ইতিপূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, আপনি আমাকে সব মাফ করে দিন। ক্ষমা করে দিন সেই পাপ, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করুন আমার অবাধ্যতাজনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে সম্বন্ধে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। আপনি আদি, আপনি অনন্ত। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই'।[২১৪]

৫. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

২১২. বাক্বারাহ ২০১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৯; মিশকাত হা/২৪৮৭ ও ২৫০২।

২১৩. তাবরাণী, আওসাত্ব হা/৭৫৭১ও কবীর হা/৯৭৯৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪৩ পৃঃ।

২১৪. ছহীহ মুসলিম ২/৩৪৯; মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীর দেওয়ার পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ।

(৫) অর্থ : 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। আমাদের সকল মন্দ কর্ম দূর করে দিন। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন' *(আলে ইমরান ১৯১-১৯৩)*। এই আয়াতটিও রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর আগে পড়তেন।[২১৫]

৬. اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّىْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

(৬) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নী আশ্হাদু আন্নাকা আংতাল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা আংতাল আহাদুছ্ ছামাদুল্লাযী লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

অর্থ : হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আপনিই আল্লাহ। আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক, অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই'।[২১৬]

৭. اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

(৭) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিং শার্রি মা 'আমিলতু, ওয়া মিং শার্রি মা লাম আ'লাম।* **অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেই অনিষ্টতা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি যা আমি করেছি এবং সেই অনিষ্টতা থেকে যা আমি করিনি।[২১৭]

৮. اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلٰهَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ.

---

২১৫. তিরমিযী হা/৩৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/৯৮৫; মিশকাত হা/২২৮৯।
২১৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭।
২১৭. ছহীহ মুসলিম হা/২৭১৬; মিশকাত হা/২৪৬২।

(৮) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা লাকাল হামদু লা ইলা-হা, আংতাল মান্নানু বাদীউস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম। ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু ইন্নী আসআলুকা।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকটে (ক্ষমা ও রহমত) চাচ্ছি। কেননা সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি পরম দয়ালু, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি'।[২১৮]

৯. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

(৯) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনান নার।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি'।[২১৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জান্নাতে দাখিল করান। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, জাহান্নাম তার জন্য আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন'।[২২০]

---

২১৮. আবুদাঊদ হা/১৪৯৫; নাসাঈ হা/১৩০০, সনদ ছহীহ।

২১৯. আবুদাঊদ হা/৭৯২, 'ছালাত হালকা করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৯১০ 'তাশাহহুদ ও দরূদের পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

২২০. তিরমিযী হা/২৫৭২; মিশকাত হা/২৪৭৮, সনদ ছহীহ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্ত'আযাহ' অনুচ্ছেদ।

জ্ঞাতব্য : ছালাতের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে যে কোন দু'আ পাঠ করা যায়।[২২১] এ জন্য নিম্নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ পেশ করা হল। উল্লেখ্য যে, ছালাতের মধ্যে আপন আপন ভাষায় দু'আ করা উচিত নয়। এমনকি আরবীতেও নিজের বা কারো বানানো দু'আ পাঠ করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মানুষের ভাষা বলতে নিষেধ করেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَائَةُ الْقُرْآنِ.

'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই সুনির্দিষ্ট'।[২২২]

১০. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

(১০) অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ২৩)*।

১১. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

২২১. ছহীহ বুখারী হা/৬৩২৮, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।
২২২. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, 'ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৭৯৫; নাসাঈ হা/১২০৩; আহমাদ হা/২২৬৪৪; দারেমী হা/১৪৬৪; বুলূগুল মারাম হা/২১৭।

(১১) অর্থঃ 'হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাত) উভয়ের প্রতি আপনি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বণী ইসরাঈল ২৪)*।

১২. رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

(১২) অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমদের সন্তান-সন্ততিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দু'আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে' *(ইবরাহীম ৪০-৪১)*।

১৩. رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

(১৩) অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন' *(ত্বা-হা ১১৪)*।

১৪. رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ويَسِّرْلِي أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

(১৪) অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বা-হা ২৫-২৮)*।

১৫. رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(১৫) অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন' *(আলে ইমরান ১৬)*।

১৬. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً- إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

(১৬) অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না। আপনার নিকট থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর দাতা' *(আলে ইমরান ৮)*।

১৭. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَ بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(১৭) অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু পরম করুণাময়' *(হাশর ১০)*।

১৮. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

(১৮) অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন' *(আলে ইমরান ১৪৭)*।

১৯. اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(১৯) অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করান। আর আপনি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করেন। আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন' *(আলে ইমরান* ২৬-২৭*)*।

২০. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

(২০) অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাকড়াও করবেন না যদি আমরা ভুল করি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিবেন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন

এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

২১. رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

(২১) অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা কবুলকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*।

২২. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ... وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

(২২) অর্থ : 'হে আমদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।... আপনি আমদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ১২৭-১২৮)*।

২৩. رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

(২৩) অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মু'মিনূন ১০৯)*।

২৪. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

(২৪) অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান

করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন' *(ফুরক্বান ৭৪)* ।

২৫. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

(২৫) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনান না-র।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি'।[২২৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত আল্লাহর কাছে বলে 'হে আল্লাহ! তাকে জান্নাত দান করুন। অনুরূপ কেউ তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান করুন।[২২৪]

২৬. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(২৬) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাকফিনী বেহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।* **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হতে মুখাপেক্ষীহীন করুন'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাহাড় সমপরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন।[২২৫]

---

২২৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৯২, 'ছালাত হালকা করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৯১০ 'তাশাহহুদ ও দরূদের পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

২২৪. তিরমিযী হা/২৫৭২, 'জান্নাতী নহরের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৪৭৮।

২২৫. তিরমিযী হা/৩৫৬৩, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৪৯।

২৭. أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُسَقَمًا.

(২৭) উচ্চারণ : *আযহিবিল বা'সা রাব্বাননা-সি, ওয়াশফি আংতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।* **অর্থ :** 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগকে।[২২৬]

২৮. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

(২৮) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিং ঝাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামীঈ সাখাত্বিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রদত্ত নিয়ামতের হ্রাসপ্রাপ্তি, শান্তির বিবর্তন, শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং আপনার সমস্ত অসন্তোষ হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি'।[২২৭]

(১০) মসজিদে নববী যিয়ারত :

বেশী নেকীর উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ভ্রমণ করা জায়েয। তার মধ্যে একটি মসজিদে নববী। হাদীছে এসেছে,

---

২২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৬৭৫; মিশকাত হা/১৫৩০।
২২৭. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/২৪৬১।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা'।[২২৮]

উল্লেখ্য যে, 'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামের আগুন, শাস্তি এবং মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে' মর্মে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২২৯] এই হাদীছ আমল করা যাবে না।

(১১) রওযাহ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ 'আমার বাড়ী ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গাটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউয (কাওছার) এর উপর প্রতিষ্ঠিত'।[২৩০] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, সেখানে রহমত বর্ষিত হয় ও কল্যাণ অর্জিত হয় যিকির করার মাধ্যমে। বিশেষ করে যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে। এ জন্য জান্নাতের রওযার সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হতে পারে,

২২৮. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মুসলিম হা/৩৪৫০; মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।
২২৯. আহমাদ হা/১২১২৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪।
২৩০. বুখারী হা/১৮৮৮; মুসলিম হা/১৩৯১; মিশকাত হা/৬৯৪।

সেখানে যে আমল করা হয়, তা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[২৩১] মুহাদ্দিছগণ নিম্নের হাদীছের আলোকে আরো অনেক আলোচনা করেছেন। যেমন- 'তরবারির ছায়ার নীচে জান্নাত'।[২৩২] 'নিশ্চয় মায়ের দুই পায়ের নীচে জান্নাত'।[২৩৩] উল্লেখ্য, অনেকে রওযাকে কবর মনে করে থাকে। এটা ভুল ধারণা।

(১২) রাসূল (ছাঃ), শায়খাইন ও অন্যান্য ছাহাবীর কবর যিয়ারত :

মদীনায় যাওয়ার পর মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করে রাসূল (ছাঃ), তাঁর শ্রেষ্ঠ দুই সাথী আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করবে, সালাম করবে এবং দু'আ করবে। সেই সাথে সম্ভব হলে বাক্বী কবরস্থান ও উহোদ পাহাড়ের নিকটে শহীদদের যে কবরস্থান রয়েছে, সেখানে যিয়ারত করবে। শুরুতে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে-

-اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

(১) উচ্চারণ : *আস্সালা-মু 'আলাইকুম আহ্লাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুস্লিমীনা। ওয়া ইন্না ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন। নাস্আলুল্ল-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।*

অর্থ : 'হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিম! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক। আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি'।[২৩৪] অথবা বলবে-

২৩১. ফাৎহুল বারী শারহ ছহীহ বুখারী ৪/১০০ পৃঃ, হা/১৮৮৮-এর আলোচনা দ্রঃ।
২৩২. ছহীহ বুখারী হা/২৮১৮; মিশকাত হা/৩৯৩০।
২৩৩. নাসাঈ হা/৩১০৪; ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; মিশকাত হা/৪৯৩৯, সনদ ছহীহ।
২৩৪. ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৫; মিশকাত, হা/১৭৬৪, পৃঃ ১৫৪।

٢-اَلسَّلاَمُ عَلىَ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

(২) উচ্চারণ : *আস্সালা-মু 'আলা আহ্লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুস্লিমীনা। ওয়া ইয়ারহামুল্ল-হুল মুস্তাক্বদিমীনা ওয়াল মুসতা'খিরীনা। ওয়া ইন্না ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

অর্থ : 'কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক! অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি'।[২৩৫]

উল্লেখ্য যে, ক্বর যিয়ারতের বহুল প্রচলিত নিম্নোক্ত দু'আটি যঈফ।[২৩৬]

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দুই সাথী আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবর যিয়ারতের সময় নির্দিষ্টভাবে নিম্নের দু'আও পড়া যাবে, যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) পড়তেন-

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ

উচ্চারণ : আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি, আস-সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকরিন, আস-সালামু আলাইকা ইয়া উমার।

অর্থ : 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। হে আবুবকর! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ওমর! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'।[২৩৭]

---

২৩৫. ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৪, ১/৩১৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৬৭, পৃঃ ১৫৪।

২৩৬. যঈফ তিরমিযী হা/১০৫৩, ১/২০৩ পৃঃ; সনদ যঈফ, মিশকাত হা/১৭৬৫।

২৩৭. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/১০৫৭০; সনদ ছহীহ, ফাযলুছ ছালাতি আলান নাবী (ছাঃ), তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৯৯ ও ১০০।

জ্ঞাতব্য : নিম্নের বর্ণনাগুলোর কারণে অনেকে হজ্জের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ বর্ণনাগুলো সবই জাল ও যঈফ। (ক) 'যে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করল, অথচ আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি অবিচার করল'।[২৩৮] হাদীছটি জাল বা ভিত্তিহীন।[২৩৯] (খ) 'যে আমার মৃত্যুর পরে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল'।[২৪০] এটিও জাল হাদীছ।[২৪১] (গ) 'যে আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে গেল'।[২৪২] হাদীছটি জাল।[২৪৩] (ঘ) 'যে আমার কবর যিয়ারত করল আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব'।[২৪৪] এটি যঈফ বর্ণনা।[২৪৫]

---

২৩৮. আলী উদ্দীন আল-মুতক্বী, কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়াল ওয়াল আফ'আল হা/১২৩৬৮।
২৩৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫।
২৪০. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৮৭; বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/৪১৫১; দারাকুৎনী হা/১৯৩।
২৪১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০২১।
২৪২. বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/৩৮৬২; দারাকুৎনী হা/১৯৪।
২৪৩. যঈফুল জামে' হা/৫৬০৭।
২৪৪. বায়হাক্বী-সুনানুল কুবরা হা/১০৫৭২; বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/৪১৫৩; মুসনাদে ত্বায়ালিসী হা/৬৫।
২৪৫. ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৩৩ পৃঃ।

হজ্জ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বিদ‘আত সমূহ :

হজ্জ সংক্রান্ত অনেক বিদ‘আত সমাজে চালু আছে, যাতে হজ্জ কবুল না হওয়ার আশংকা রয়েছে। যেমন- (ক) হজ্জ করতে যাওয়ার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে খানার আয়োজন করা। (খ) হজ্জ থেকে আসার পর ৪০ দিন কারো সাথে কথা-বার্তা না বলা, বাড়ী থেকে বের না হওয়া (গ) হজ্জ থেকে ফিরার পর বিশাল খানার আয়োজন করা। (ঘ) মীক্বাত পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তালবিয়া পাঠ করা। যেমন কেউ বাড়ী থেকেই পাঠ করে, কেউ বিমানবন্দর ও হজ্জ ক্যাম্প থেকেই শুরু করে। (ঙ) এক সফরে একাধিক ওমরাহ করা। যেমন মসজিদে তান‘ঈম থেকে বারবার ইহরাম বেঁধে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ওমরাহ করা। অনুরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ত্বাওয়াফ করা (চ) মিনা, আরাফা, মুযদালিফা থেকে ফিরার আগেই ত্বাওয়াফে ইফাযা করা এবং সাঈ করা। (ছ) বরকতের আশায় মক্কা বা মদীনা থেকে মাটি, পাথর, কঙ্কর নিয়ে আশা। (জ) বেশী বেশী তাসবীহ কিনে নিয়ে আসা। অথচ তাসবীহ দানা দিয়ে তাসবীহ গণনা করা ঠিক নয়। এ মর্মে বর্ণিত সব হাদীছ যঈফ।[২৪৬] বরং আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতে হবে।[২৪৭] (ঝ) আয়েশা (রাঃ)-এর কবুতর মনে করে গম কিনে খেতে দেয়া কিংবা বরকতের আশায় সেখান থেকে গম নিয়ে আসা। (ঞ) বরকতের আশায় ইহরামের কাপড় যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আসা এবং মৃত্যুর পর ঐ কাপড়ে কাফন পরানোর অছিহত করা। (ট) বরকত মনে করে হিরা পাহাড়ের উপর উঠা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা, যিকির করা, দু‘আ করা। (ঠ) জাবালে রহমতের উপর উঠাকে ভাগ্যবান ও বরকতময় মনে করা।

মসজিদে নববীতে প্রচলিত বিদ‘আত সমূহ :

---

২৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩০; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

২৪৭. আবুদাঊদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩।

(ক) মসজিদে নববী ও রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করাকে হজ্জের অংশ মনে করা। (খ) রওযাকে কবর মনে করা। মূলত রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়ী এবং মিম্বরের মাঝের অংশটুকুর নাম রওযা।[২৪৮] (গ) রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করা। (ঘ) কবরের দেওয়ালে হাত, কাপড় স্পর্শ করা। (ঙ) রাসূল (ছাঃ) কবর থেকে মানুষের সমস্যা শুনেন এবং সমাধান করেন মর্মে বিশ্বাস করা। (চ) হায়াতুন্নবী আক্বীদা পোষণ করা। (ছ) বানোয়াট ও উদ্ভট দরূদের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিভিন্ন আবেদন করা।

কয়েকটি প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ :

(১) 'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামের আগুন, শাস্তি এবং মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে'।

উক্ত হাদীছ মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২৪৯] এর সনদে নাবীত্ব ইবনু ওমর নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৫০] তাই উক্ত হাদীছ আমল করা যাবে না। যারা হজ্জ বা ওমরাহ করতে যান তাদেরকে মদীনায় গিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে দেখা যায়। এই অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়।

(২) আদম (আঃ) হিন্দুস্তান থেকে পায়ে হেঁটে এক হাযার বার হজ্জ করেছেন।[২৫১] বর্ণনাটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এর সনদে ক্বাসিম ইবনু আব্দির রহমান নামে একজন যঈফ রাবী আছে।[২৫২]

---

২৪৮. বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/৩৯১৫-১৬; নাসাঈ হা/৬৯৫; মিশকাত হা/৬৯৪।

২৪৯. আহমাদ হা/১২১২৩; তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৪৪৪।

২৫০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪।

২৫১. ইবনু খুযায়মাহ হা/২৭৯২; মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী, অনুবাদ : মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ, ফাজায়েলে হজ্ব (ঢাকা : তাবলীগী কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ২০০৯ খৃঃ), পৃঃ ৪০।

২৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৯২; যঈফ তারগীব হা/৬৯২।

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) বেঁচেই ছিলেন ৯৪০ কিংবা ৯৬০ বছর।[২৫৩] তিনি এক হাযার বার হজ্জ করলেন কিভাবে? আর হজ্জের বিধান নাযিল হয়েছে ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় *(হজ্জ ২৭)*। আদম (আঃ) কিভাবে হজ্জ করলেন? তাছাড়া ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বের নবী-রাসূলগণ হজ্জ করেছেন এ সম্পর্কে যেমন ছহীহ বর্ণনা নেই, তেমনি কা'বা ঘর নির্মাণেরও কোন সঠিক ভিত্তি নেই।[২৫৪] বরং ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আঃ)-ই সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন। ফেরেশতাগণ প্রথম কা'বা নির্মাণ করেন অতঃপর আদম (আঃ) করেন এবং নূহ (আঃ)-এর প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায় মর্মে যত বর্ণনা রয়েছে, সবই ইসরাঈলী বর্ণনা, যার কোন সত্যতা নেই।[২৫৫]

(৩) 'হজ্জ বিবাহের পূর্বে হওয়া উচিত'।[২৫৬]

হাদীছটি জাল বা ভিত্তিহীন। এর সনদে গিয়াস ইবনু ইবরাহীম রয়েছে। ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক ও খবীছ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, সে মিথ্যুক। উক্ত সনদের আরেকজন রাবী মায়সারা ইবনু আব্দে রাব্বিহি সম্পর্কে যাহাবী বলেন, সেও প্রসিদ্ধ মিথ্যুক।[২৫৭]

(৪) 'যমীনে হাজারে আসওয়াদ হচ্ছে আল্লাহ্র ডান হাত, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে মুছাফাহা করেন'।[২৫৮]

---

২৫৩. তিরমিযী হা/৩৩৬৮ ও ৩০৭৬; মিশকাত হা/৪৬৬২ ও ১১৮, সনদ হাসান ছহীহ।

২৫৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।

২৫৫. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪১১-এর আলোচনা দ্রঃ।

২৫৬. সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২২১; ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস হা/২৭৫০।

২৫৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২২১।

২৫৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৩; যঈফুল জামে' হা/২৭৭১; ইবনুল জাওযী, আল-ঈলাল ২/৮৫ পৃঃ, হা/৯৪৪।

হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত। এর সনদে ইসহাক্ব ইবনু বিশর আল-কাহেলী নামে একজন পরিত্যক্ত রাবী আছে। আবু যুর'আহ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল আরাবী বলেন, এ হাদীছটি বাতিল।[২৫৯]

(৫) 'যে ব্যক্তি কোন হাজীকে চল্লিশ কদম এগিয়ে দিবে, অতঃপর আলিঙ্গন করে তাকে বিদায় করবে, সে পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দিবেন'। হাদীছটি জাল।[২৬০]

(৬) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মাতা অথবা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করল, সে নিজের হজ্জও আদায় করে ফেলল এবং দশ হজ্জের ফযীলত পেল'।[২৬১]

হাদীছটি বাতিল। এতে ওছমান ইবনু আব্দুর রহমান আত-ত্বারায়িফী নামক দুর্বল রাবী রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনু আমর আল-বাসরীও দুর্বল রাবী। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, সে দুর্বল।[২৬২]

(৭) 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রাখে অথচ হজ্জ করেনি, সে ইহুদী-খ্রীস্টান হয়ে মারা যাক, এতে কিছু আসে যায় না। কারণ আল্লাহ বলেন, মানুষের প্রতি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয যখন সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য লাভ করে'।[২৬৩]

---

২৫৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৩।

২৬০. আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ হা/২৩, ১/১১১ পৃঃ, 'হজ্জ' অধ্যায়।

২৬১. দারাকুৎনী হা/২৬১০; সিলসিলা হা/৪৫৮৪।

২৬২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮৪; আত-তাক্বরীবুত তাহযীব ২/২০৫ পৃঃ, রাবী নং-৬৯৭১।

২৬৩. তিরমিযী হা/৮১২; মুসনাদে বাযযার হা/৮৬১; বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান ৫/৪৪৩; তাফসীরে ত্বাবারী ৬/৪১; মিশকাত হা/২৫২১।

হাদীছটি যঈফ। এর সনদে হেলাল ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন অপরিচিত আর হারেছ নামে একজন যঈফ রাবী আছে।[২৬৪]

উপসংহার :

আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ ও ওমরাহ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!।[২৬৫]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

--o--

২৬৪. তিরমিযী হা/৮১২; আত-তারিখুছ ছাগীর ২/১৮২; তাহযীবুল কামাল ৩০/৩৪৩-এর বরাতে তাক্বরীবুত তাহযীব ২/৩২৯ পৃঃ, রাবী নং-৮২৬৭; যঈফুল জামে' হা/৫৮৬০; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৫৩।

২৬৫. ছহীহ বুখারী হা/৬৯৯; ছহীহ মুসলিম হা/৭৬৩।

মীক্বাত
ত্বাওয়াফ
৮ যিলহজ্জ
জামারাহ
মিনায় অবস্থান
জামারায়
পাথর নিক্ষেপ
মিনা
১০,১১ ও
১২ যিলহজ্জ
মুযদালিফা
৯ যিলহজ্জ
আরাফাহ
হাতিম
রুকনে ইয়ামানী
মুলতাযাম
ত্বাওয়াফ শুরুর স্থান
হাজারে আসওয়াদ
মাক্বামে ইবরাহীম
1
2
3
4
5
6
7
ত্বাওয়াফের প্রতি চক্কর শেষে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা ইশারা করে আল্লাহ আকবর তাকবীর বলা।
যমযম কূপ
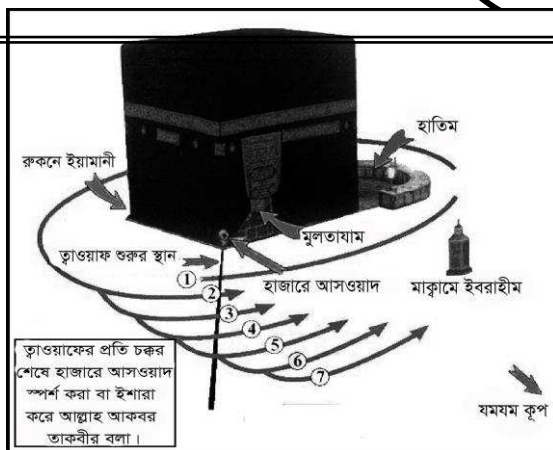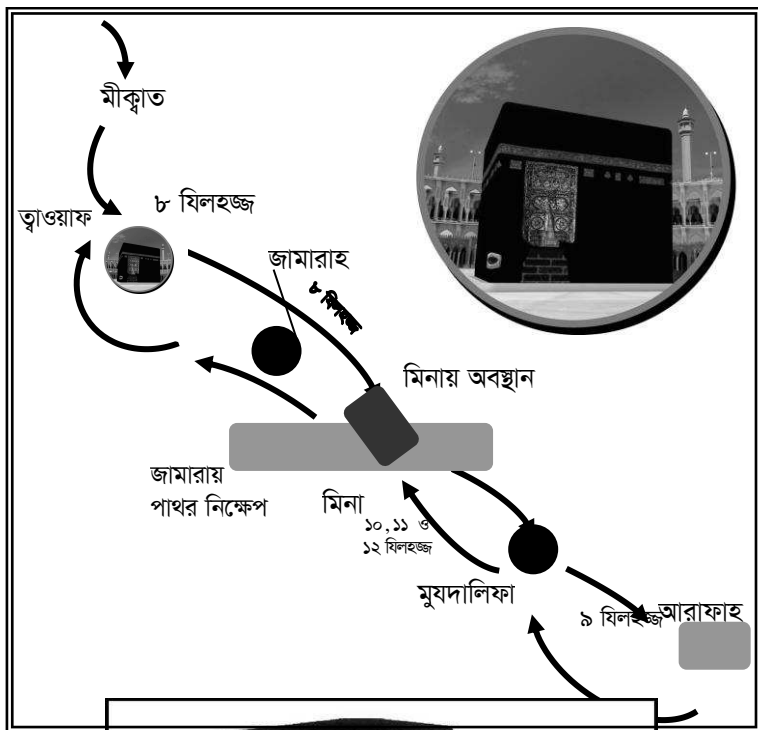
আছ-ছিরাত প্রকাশনীর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রঃ	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (বোর্ড বাঁধাই)	মুযাফফর বিন মুহসিন	২০০/-
২	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (সাধারণ বাঁধাই)	”	১৩০/-
৩	*Salaat* of the Prophet (ﷺ) in the Grip of Fake *Hadeeth*	”	৫০০/-
৪	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১	”	১৩০/-
৫	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২	”	১৫০/-
৬	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন (বোর্ড বাঁধাই)	”	১৫০/-
৭	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	”	৫০/-
৮	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	”	৩০/-
৯	তারাবীহ্‌র রাকা'আত সংখ্যা	”	৪০/-
১০	ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা	”	৬০/-
১১	ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে ঈদের তাকবীর	”	২০/-
১২	সফল কর্মী	”	১৫/-
১৩	নির্বাচিত হাদীছ	”	২০/-
১৪	হাদীছ জালিয়াতির স্বরূপ	”	২০/-
১৫	এক নযরে ওযূ ও ছালাত	”	বিনা মূল্যে
১৬	এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান	”	”
১৭	এক নযরে হজ্জ ও ওমরাহ	”	”
১৮	ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস	ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	৩৫/-
১৯	আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা মাউনের শিক্ষা	”	২০/-
২০	আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	হাফেয আব্দুল মতীন আল-মাদানী	২৫/-
২১	সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	২৫/-
২২	সোনামণিদের ছহীহ হাদীছ শিক্ষা	”	৩০/-
[illegible]	[illegible]	”	[illegible]
২৫	সোনামণিদের পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার	”	৩৫/-

২৬	ফেরেশতাগণ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	”	৫০/-
২৭	তিন ভাষার কথোপকথন (বাংলা, ইংরেজী, আরবী)	হাফেয হাসিবুল ইসলাম	১২০/-
২৮	আহকামুল জানায়েয (জানাযার বিধান)	মাওঃ মুহাঃ নোমান আলী	২০/-
২৯	সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	আজিজুর রহমান	৩৫/-
৩০	তথ্যকোষ		৫০/-
৩১	তাক্বদীর (আল্লাহ্র এক গোপন রহস্য)	আব্দুল আলীম ইব্ন কাওছার	৪০/-
৩২	ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য	”	২০/-
৩৩	ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধি-বিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন	”	২০/-
৩৪	কুরআন, সুন্নাহ ও আছারের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ	”	৬৫/-
৩৫	প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা (চার ইমামের আক্বীদা অবলম্বনে)	”	২০/-
৩৬	মদপান ও ধুমপানের অপকারিতা	শায়খ মুস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী	১৫/-
৩৭	সুসঙ্গী বনাম কুসঙ্গী	”	৭৫/-
৩৮	কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মুসলিম নারী	নাজমুন নাহার বিনতু আবুল কালাম	৫৫/-
৩৯	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	৩০/-

যোগাযোগ

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর মোড়), সপুরা, রাজশাহী।

মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৯১০-৭২৪৭৫৮

লেখকের অন্যান্য বই :

১. জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত
২. **Salaat of the Prophet (ﷺ) in the Grip of Fake Hadeeth**
৩. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন
৪. ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা
৫. যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি
৬. শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত
৭. তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৮. ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর
৯. নির্বাচিত হাদীছ
১০. সফল কর্মী
১১. হাদীছ জালিয়াতির স্বরূপ
১২. মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১
১৩. মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২
১৪. এক নযরে ওযূ ও ছালাত
১৫. এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান

পরিবেশনায়

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
মোবাইল : ০১৯১০-৭২৪৭৫৮, ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১